উজব:একটি ভয়াবহ ব্যাধি।

মূল-লেখক
ড. সামী বিন মাহমুদ আল-উরাইদী (হাফিজাহুল্লাহ)

অনুবাদক:
উস্তাদ হাসান মাহমুদ (হাফিজাহুল্লাহ)

উজব : একটি ভয়াবহ ব্যাধি!

মূল

শাইখ ডঃ সামী বিন মাহমুদ আল-উরাইদী হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ

উস্তাদ হাসান মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ



وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ (53)

(سورة النحل)

{তোমাদের নিকট বিদ্যমান সকল নেয়ামত আল্লাহর দান।}

(সুরা নাহল: ৫৩)

আত্মমুগ্ধতা থেকে দূরে থাক কেননা আত্মমুগ্ধতা আমলকে বিনষ্ট করে দেয়।

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى الأنبياء والرسل أجمعين، وبعد:

সমস্ত প্রসংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, অন্যান্য সকল নবীগন ও রাসূলের প্রতি।

বাদ সমাচার এই যে,

আত্মমুগ্ধতা এমন এক মহা ব্যাধি যা বান্দার হৃদয়ে প্রবেশ করলেই তার আমলসমূহকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাকে শিরকে খফি তথা ছোট ও সুপ্ত শিরকে লিপ্ত করে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহ) বলেন:

(وَكَثِيرًا مَا يَقْرِنُ النَّاسُ بَيْنَ الرِّيَاءِ وَالْعُجْبِ..

فَالرِّيَاءُ مِنْ بَابِ الْإِشْرَاكِ بِالْخَلْقِ.. وَالْعُجْبُ مِنْ بَابِ الْإِشْرَاكِ بِالنَّفْسِ.. وَهَذَا حَالُ الْمُسْتَكْبِرِ..

فَالْمُرَائِي لَا يُحَقِّقُ قَوْلَهُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}.. وَالْمُعْجَبُ لَا يُحَقِّقُ قَوْلَهُ: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}..

فَمَنْ حَقَّقَ قَوْلَهُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} خَرَجَ عَنْ الرِّيَاءِ.. وَمَنْ حَقَّقَ قَوْلَهُ {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} خَرَجَ عَنْ الْإِعْجَابِ.. وَفِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ: {ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ})

"প্রায়ই মানুষ রিয়া ও আত্মমুগ্ধতার মাঝে লিপ্ত থাকে। রিয়া হল মাখলুককে আল্লাহর সাথে শরীক করা। আর আত্মমুগ্ধতা হল নিজের নফসকে আল্লহর সাথে শরীক করা। এটা অহংকারীর প্রকৃত অবস্থা। সুতরাং রিয়াকারী إياك { نعبد } (আমরা একমাত্র আপনারি ইবাদত করি) এর বাস্তবায়ন করে না, আর আত্মমুগ্ধ ব্যক্তি {وإياك نستعين} (আমরা একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি) এর বাস্তবায়ন করে না। প্রকৃত পক্ষে যে, { إياك نعبد } এর বাস্তবায়ন করবে সে রিয়া থেকে বেরিয়ে আসবে। আর যে, { وإياك نستعين} এর বাস্তবায়ন করবে সে আত্মমুগ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসবে। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে:

«ثلاث مهلكات: شح مطاع،وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه،

(أخرج الحديث أبو نعيم في الحلية 343/2، والمنذري في الترغيب والترهيب 86/1، باب الترهيب من ترك السنة. وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع الصغير 583/1، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 412/4 – 416 و أخرجه من حديث ابن عمر: الطبراني في الأوسط (6/ 351 - 352/ والمعجم الأوسط: 5/ 328، تفسير القرطبي: 16/ 1675750) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (282) والترمذي في "سننه" (1963)

অর্থঃ তিন জিনিস ধংসকারী: (১) লোভের বশবর্তী হওয়া। (২) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। (৩) আত্মমুগ্ধ হওয়া। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহিব, আত-তাবরানী, আল-মুজামুল আওসাত, আল-আদাবুল মুফরাদ, সুনানে তিরমিজী)

উজব (আত্মমুগ্ধতা) এর সংজ্ঞা:

উলামাগণ উজব বা আত্মমুগ্ধতা এর সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে করেছেন যার মধ্য হতে কিছু সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হল:

ইমাম ইবনে মোবারক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

العجب " أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك "

(شعب الإيمان سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ 407 - مؤسسة الرسالة - بيروت. التواضع والخمول: ص 154.)

"উজব (অত্মমুগ্ধতা) হল তুমি কোন একটি বিষয়ের ব্যাপারে মনে করবে যে এটা কেবল তোমার কাছেই বিদ্যমান আছে অন্য কারো কাছে বিদ্যমান নেই" (শোয়াবুল ঈমান, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা)

ইমাম আল-মোহাসিবী –রহমাতুল্লাহ আলাইহ- বলেন:

«العجب هو حمد النفس على ما عملت أو علمت، ونسيان أن النعم من الله عز وجل»

(الرعاية لحقوق الله للمحاسبي ص 420 - دار اليقين- المنصورة.   التوازن التربوزي وأهميته لكل مسلم)

"উজব (আত্মমুগ্ধতা) হল তুমি যা আমল করেছ বা যেনেছ তার ব্যাপারে আত্ম-প্রশংসায় লিপ্ত হয়ে যাবে আর এ কথা ভূলে যাবে যে, এই নিয়ামত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে"।(আর-রিআ'য়া লিহুকুকিল্লাহ)

সুতরাং মূলত العجب (আত্মমুগ্ধতা) হল নিজের আমল আপন চোখে দৃষ্টিগোচর হওয়া ও বড় মনে হওয়া আর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর তাওফিককে উপেক্ষা করা ও ভুলে যাওয়া। যার ফলে বান্দা অপরের তোলনায় নিজেকে শ্রেষ্ট মনে করে।

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহমাতুল্লাহ আলাইহ) বলেন:

العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منّة ربه وتوفيقه وإعانته.

"উজব (আত্মমুগ্ধতা) যার মূল হল নিজের আমল দৃষ্টি গোচর হওয়া আর আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ, তাওফিক ও সাহায্যের বিস্মৃতি ঘটা"।

এ ব্যাপারে ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহ আলাইহ) এর উক্তি হল:

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ إِعْجَابُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ هُوَ مُلَاحَظَتُهُ لَهَا بِعَيْنِ الْكَمَالِ وَالِاسْتِحْسَانِ مَعَ نِسْيَانِ مِنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ رَفَعَهَا عَلَى الْغَيْرِ وَاحْتَقَرَهُ فَهُوَ الْكِبْرُ الْمَذْمُومُ .

(طرح التثريب في شرح التقريب. النهاية في غريب الحديث (2/ 488). التنوير شرح الجامع الصغير.)

“আত্মমুগ্ধতা বলা হয় মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহকে ভুলে গিয়ে নিজেকে পূর্ণতার দৃষ্টিতে দেখবে এবং ভাল মনে করবে। আর যদি নিজেকে অন্যের তুলনায় ভাল মনে করে এবং তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে তাহলে তা (الكِبر المذموم.) নিন্দনীয় অহংকার। (তারহুত-তাসরীব ফি শরহিত-তাকরীব, আন-নিহায়া ফি গরীবিল হাদীস, শরহুল জামিউছ-ছগির)

আত্মমুগ্ধতার ভয়াবহতা:

আত্মমুগ্ধতার এই ব্যাধির অত্যাধিক ভয়াবহাতার দরুণ ওহীর ঐশী বাণী এবং উলামাদের উক্তি এ ব্যাপারে জোরালোভাবে সতর্ক করেছেন। আর উলামগণ এর বিবরণ প্রদানে ও সতর্কীকরণে অনেক গ্রন্থাবলি রচনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264) 2البقرة

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যায় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি

বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, ফলে তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। সুরা: আল-বাকারাহ (২৬৪)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) 9التوبة

আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। সূরা: আত-তাওবাহ্ (২৫)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরো বলেন:

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ (77) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) 28–القصص

"কারুন" ছিল মূসার সম্প্রদয়ভূক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টমি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন-ভান্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে ভালবাসেন না। (৭৭) আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৭৮) সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জনে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুরর্যশীল? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না?!। (সুরা কাসাস- ৭৬-৭৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) 74–المدثر

"অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না"। (সূরা: মুদ্দাসসির -৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ، يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

(صحيح مسلم –باب تحريم التبختر)

আবু হুরায়রা –রাযিয়াল্লাহু আনহু- হতে বর্ণিত যে, রাসূল –সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেন: এক ব্যক্তি অহমিকা দেখাতো, ডোরা-কাটা পোশাকে চলাফেরা করত। তাকে আত্মমুগ্ধতা পেয়ে বসলো। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জমিনে ধসিয়ে দিলো। সে কেয়ামত অবধি চিৎকার করতে থাকবে। (সহীহ্ মুসলিম: ২০৮৮)

وعن أنسٍ رضي الله عنه عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –؛ أنه قال:

"ثلاثٌ كفاراتٌ، وثلاثٌ درجاتٌ، وثلاثٌ منجياتٌ، وثلاثٌ مهلكاتٌ؛ فأمَّا الكفاراتُ: فإسباغُ الوضوء في السَّبَرات، وانتظارُ الصلاةِ بعد الصلاةِ، ونقْلُ الأقدام إلى الجماعاتِ.

وأَمّا الدرجاتُ: فإطعام الطعام، وإفشاءُ السلامِ، والصلاةُ بالليل والناس نيام.

وأَمّا المنجياتُ: فالعدلُ في الغضب والرضا، والقَصْدُ في الفقر والغنى، وخشيةُ الله في السرّ والعلانية.

وأمّا المهلكاتُ: فَشُحٌّ مطاع، وهوىً متَّبع، إعجابُ المرءِ بنفسه".

رواه البزّار –واللفظ له–، والبيهقي وغيرهما. وهو مروي عن جماعة من الصحابة، وأسانيدُه وإن كان لا يَسلم شيء منها من مقال، فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى.

(السَّبَرات) جمع سَبْرة، وهي شدة البرد. (الترغيب والترهيب: 14)

انظر صحيح الترغيب والترهيب 453 - (12) [حسن لغيره]مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-(314)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনটি আমল গুনাহের কাফফারা স্বরুপ হয়। তিনটি আমল মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। তিনটি কর্ম জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করে। তিনটি কাজ ধ্বংস করে।

কাফফারা স্বরুপ আমলসমুহ হল:

(১) স্নিগ্ধ সকালে ভালভাবে ওজু করা।

(২) এক ছালাতের পর অন্য ছালাতের অপেক্ষা করা।

(৩) জামাত আদায়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া।

মর্যাদা বৃদ্ধিকারী আমলসমুহ হল:

(১) আহার দান করা।

(২) সালামের প্রচার-প্রসার ঘটানো।

(৩) মানুষের নিদ্রা বিভোলকালে ছালাত আদায় করা।

মুক্তি দানকারী কর্মসমুহ হল:

(১) রাগ ও আনন্দ উভয় অবস্থায় ন্যায়বিচার করা।

(২) দারিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

(৩) প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।

ধ্বংসকারী কাজসমুহ হল:

(১) লোভের বশবর্তী হওয়া।

(২) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।

(৩) আত্মমুগ্ধ হওয়া।

(মুসনাদে বাযযার, বাইহাকী, আত্তারগীব ওযাত তারহীব, মাজমাউয যাওয়াযীদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়ীদ।)

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان))

(رواه أحمد (2/ 118) (5995)، والحاكم (1/ 128) (201)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (549). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (3/ 357): رواته محتج بهم في الصحيح. وصحح إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (7/ 373).

(موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যেই ব্যক্তিই নিজেকে বড় মনে করবে এবং সদম্ভে চলা-ফেরা করবে সে আল্লাহ

তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার উপর রাগান্বিত-ক্রুদ্ধ। (মুসনাদে আহমাদ. মাউসুআতুল আখলাকিল ইসলামিয়্যাহ, আদদুরারুস-সুন্নিয়্যাহ)

عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون»، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون»

سنن الترمذي[حكم الألباني] : صحيح

যাবের (রাযিয়াল্লহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: নিশ্চয় আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচাইতে প্রিয় ও কেয়ামত দিবসে আমার অধিক কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করবে ঐসকল ব্যক্তি যারা সভাব-চরিত্রে ভাল হবে। আর নিশ্চয় আমার নিকট সবচাইতে ঘৃণিত ও কেয়ামত দিবসে আমার থেকে অধিক দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করবে (الثرثارون) বাচালগণ, (المتشدقون) গলাবাজগণ ও المتفيهقون। সাহাবগণ জিজ্ঞাসা করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ্ আমরা তো الثرثارون ও المتشدقون এর অর্থ বুঝলাম المتفيهقون এর মানে কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: অহংকারীগণ। (সুনানুত-তিরমিজী)

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب "

(شعب الإيمان:(6868) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد (هب) 7255 , صَحِيح الْجَامِع: 5303 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2921

العمل الصالح-2060)

আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যদি তোমারা কোন গোনাহ নাও কর তবুও আমি তোমাদের জন্য যে বিষয়টি সবচাইতে বেশি ভয় করি তা হল আত্মমুগ্ধতা! তা হল আত্মমুগ্ধতা! (শোয়াবুল ঈমান:৬৮৬৮)

ইমাম গাজালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

)اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله تعالى وسنةرسوله صلى الله عليه وسلم..

قال الله تعالى: { وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا } ذكر ذلك في معرض الإنكار.. وقال عز وجل: { وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا } فرد على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم.. وقال تعالى: {وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا} وهذا أيضا يرجع إلى العجب بالعمل..

وقد يعجب الإنسان بالعمل هو مخطئ فيه كما يعجب بعمل هو مصيب فيه وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه".. وقال لأبي ثعلبة حيث ذكر آخر هذه الأمة فقال:"إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك"

وقال ابن مسعود: "الهلاك في اثنتين القنوط والعجب"وإنماجمع بينهما لأن السعادة لاتنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمير والقانط لايسعى ولايطلب والمعجب يعتقد أنه قد سعد وقد ظفر بمراده فلا يسعى فالموجود لايطلب والمحال لايطلب والسعادة موجودة في اعتقاد المعجب حاصلة له ومستحيلة في اعتقاد القانط فمن ههنا جمع بينهما وقد قال تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى } قال ابن جريج معناه إذاعملت خيرا فلا تقل عملت وقال زيد بن أسلم: لا تبروها أي لا تعتقدوا أنها بارة وهو معنى العجب)

((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (1/ 121). موسوعة الأخلاق الإسلاميه – الادرر السنية. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين. كتاب الكبائر لمحمد عبد الوهاب.)

“জেনে রেখ! আত্মমুগ্ধতা নিন্দনীয় হওয়া আল্লাহ তা’লার কিতাব ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমানিত।

মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا (25)–(9–التوبة)

“এবং হোনাইনের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি”। (সূরা: তাওবা: ২৫)

এটা তাঁদেরকে তিরস্কার করে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا (2) 59– سورة الحشر

"তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অত:পর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি"। (সূরা: হাশর: ২)

এখানে আল্লাহ তাআলা কাফেদের আপন দূর্গসমুহ ও শক্তির অহমিকাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন:

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) 18– سورة الكهف

"তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে"। (সূরা: আল-কাহফ: ১০৪)

এখানেও আমলের মাঝে আত্মমুগ্ধ হওয়াকে তিরস্কার করা হয়েছে।

যেমনিভাবে মানুষ বিশুদ্ধ আমল করে আত্মমুগ্ধ হয় তদ্রুপ কখনো এমন আমল করেও আত্মমুগ্ধ হয় যেই আমলটিই স্বয়ং অশুদ্ধ।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه

“তিন জিনিস ধংসকারী: (১) লোভের বশবর্তী হওয়া। (২) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। (৩) আত্মমুগ্ধ হওয়া”।

وَقَالَ – صلى الله عليه وسلم – لِأَبِي ثَعْلَبَةَ حِينَ ذَكَرَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَوَادِثِ: «إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.موارد الظمآن لدلروس الزمان وأخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সা’লাবা (রাঃ) কে এই উম্মতের শেষ যুগ ও ঐ যুগে যা ঘটবে সে ব্যাপারে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: যখন তুমি দেখবে মানুষ লোভের বশবর্তী হচ্ছে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে, এবং সকল প্রাপ্তবয়স্করা নিজ অভিমতের উপর অভিভুত তখন তোমার কর্তব্য নিজেকে রক্ষা করা। (আবু দউদ, তিরমিজি)

وقال ابن مسعود: (**الهلاك في اثنتين، القنوط، والعجب**) ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (1/ 121).

موسوعة الأخلاق الإسلاميه – الادرر السنية. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين. كتاب الكبائر لمحمد عبد الوهاب.)

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু অনহু) বলেন: “দুইটি জিনিসে ধ্বংস রয়েছে- নৈরাশ্য ও আত্মমুগ্ধতা।” (কিতাবুল কাবাইর, মাউসুআতুল-আখলাকিল ইসলামিয়্যাহ, আদ্দুরারুস-সুন্নিয়্যাহ)”

এখানে এই দুইটি বিষয়কে সমন্বয় করা হয়েছে। কারণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, অন্বেষণ ও প্রস্তুতির মাধ্যমেই সৌভাগ্য ও সফলতা অর্জিত হয়। নিরাশ ব্যক্তি চেষ্টা ও অন্বেষণ করে না। আর আত্মমুগ্ধ ব্যক্তি নিজ উদ্দেশ্যে সৌভাগ্য ও সফলতার শীর্ষে উপনিত হয়েছে বলে মনে করে, ফলে চেষ্টা-মেহনত করে না। সে বিদ্যমান বস্তু তালাশ করে না। আর অসাধ্য বস্তুও না। আত্মমুগ্ধ ব্যক্তি আপন ধারনা মতে সে তো সৌভাগ্যবানই। আর নিরাশ ব্যক্তির ধারণা মতে তার জন্য তা অসম্ভব। এজন্যই উভয়কে একত্র করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

{فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32)} النجم 53

"অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি ভাল জানেন কে সংযমী"। (আন-নজম: ৩২)

ইবনে জুরাইজ বলেন: "এর অর্থ হল: যখন তুমি কোন ভালো কাজ করো তখন বলো না যে, আমি করেছি"।

যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন: "এর অর্থ হল: এটাকে পুণ্যবান মনে করো না। এটাকেই অহমিকা বলে। (এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, মাউসুআতুল-আখলাকিল ইসলামিয়্যাহ, আদ্দুরারুস-সুন্নিয়্যাহ)

আবু ওয়াহাব আল-মারওয়াযী বলেন:

سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: " أن تزدري الناس "، قال: وسألته عن العجب، قال: " أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك "، قال: " ولا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب "

شعب الإيمان سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ 407 - مؤسسة الرسالة - بيروت. التواضع والخمول: ص 154.

“আমি ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞাসা করলাম: الكبر (অহংকার) কি জিনিষ? তিনি বলেন: মানুষকে অবজ্ঞা করা। অতঃপর আমি তাঁকে العجب (আত্মমুগ্ধতা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তুমি এধারণা করবে যে, একটি বিষয় কেবল তোমার মাঝেই বিদ্যমান আছে অন্য কারো কাছে নেই। অতঃপর তিনি বলেন: মুসল্লিদের মাঝে আত্মমুগ্ধতার চেয়ে অধিক ক্ষতিকারক আর কিছু আমার জনা নেই”।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

(ثُمَّ إِيَّاكَ وَمَا يُفْسِدُ عَلَيْكَ عَمَلَكَ فَإِنَّمَا يُفْسِدُ عَلَيْكَ عَمَلَكَ الرِّيَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِيَاءٌ فَإِعْجَابُكَ بِنَفْسِكَ حَتَّى يُخَيَّلُ إِلَيْكَ أَنَّكَ أَفْضَلُ مِنْ أَخٍ لَكَ، وَعَسَى أَنْ لَا تُصِيبَ مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي يُصِيبُ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَوْرَعُ مِنْكَ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ وَأَزْكَى مِنْكَ عَمَلًا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْجَبًا بِنَفْسِكَ فَإِيَّاكَ أَنْ تُحِبَّ مَحْمَدَةَ النَّاسِ وَمَحْمَدَتُهُمْ أَنْ تُحِبَّ أَنْ يُكْرِمُوكَ بِعَمَلِكَ وَيَرَوْا لَكَ بِهِ شَرَفًا وَمَنْزِلَةً فِي صُدُورِهِمْ أَوْ حَاجَةً تَطْلُبُهَا إِلَيْهِمْ...)

“যেসব বিষয় তোমার আমলকে ধ্বংস করে দিবে তা থেকে তুমি বিশেষভাবে বেচে থাক, কেননা রিয়া তথা আত্মপ্রদর্শন তোমার

আমলসমূহকে ধ্বংস করে দিবে, যদি তোমর মাঝে রিয়া না থাকে তাহলে অত্মমুগ্ধতা ধ্বংস করে দিবে, ফলে তোমর মনে হবে যে, তুমি তোমার অপর ভাই থেকে উত্তম। হতে পারে সে যতটুকু আমল করতে সক্ষম হবে তুমি ততটুকু হবে না। হয়তো আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়ে সে তোমার চেয়ে বেশি পরহেজগার হবে, আমলের ব্যপারে তোমার চেয়ে অধিক পরিচ্ছন্ন ও অগ্রগামী হবে। আর যদি তুমি আত্মমুগ্ধতায় লিপ্ত না হও তবে তুমি মানুষের প্রশংসা প্রত্যাশী হওয়া থেকে বিরত থাক। তাদের প্রশংসা প্রত্যাশার অর্থ হল: তুমি পছন্দ করবে যে, তোমার আমলের করণে তারা তোমাকে সম্মান করুক এবং তাদের হৃদয়ে তোমার সম্মান ও মর্যাদা কিংবা এমন প্রয়োজনীয়তা স্থান পাক যা তুমি কামনা কর।

ইমাম হাতেম আল- আছাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

«لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَشَدُّ عَلَى النَّاسِ اتِّقَاءُ الْعُجْبُ أَوِ الرِّيَاءُ , الْعُجْبُ دَاخِلٌ فِيكَ وَالرِّيَاءُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ ,
الْعُجْبُ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنَ الرياء. [ص:77][ص:49] (حلية الأولياء و طبقات الأصفياء)

"আমার জানা নেই যে, আত্মমুগ্ধতা ও রিয়া এতদুভয়ের মাঝে মানুষের জন্য কোনটা থেকে বেঁচে থাকা অধিক কঠিন। আত্মমুগ্ধতা হল ভিতরের ব্যাধি, আর রিয়া অনুপ্রবেশকারী ব্যাধি, এ ভিত্তিতে তোমার জন্য রিয়ার চেয়ে আত্মমুগ্ধতা অধিক কঠিন ব্যাধি।

ইমাম ইয়াহয়া ইবনে মাআজ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

" إياكم والعجب، فإن العجب مهلكة لأهله، وإن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب "

(شعب الإيمان)

“তোমরা আত্মমুগ্ধতা থেকে বেঁচে থাক! কেননা আত্মমুগ্ধতা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আর তা নেকিসমূহকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়। (শোআবুল ঈমান)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমহুলাহ) বলেন:

(فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس، فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منّته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به فيتوب إليه منه ويستغفره، ويستحيي أن يطلب عليه أجرا....)

“আত্মমুগ্ধতা ও নিজেকে বড় মনে করার চেয়ে আমলকে ধ্বংসকারী কোন কিছু নেই। সুতরাং যখন আল্লাহ তা’আলা কারো ভাল চান তাঁকে কথা-বার্তা ও কাজে-কর্মে আপন অনুগ্রহ, তাওফিক ও সাহায্য অবলোকন করান। ফলে সে এতে গর্ভিত হয় না। অতঃপর তাঁকে তাঁর অক্ষমতাকে অবলোকন করান এবং অবলোকন করান যে, সে এই আমল দ্বারা তাঁর প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম নয় ফলে সে তাঁর নিকট তাওবা করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং এর বিনিময়ে তাঁর কাছে কোন প্রতিদান চাইতে লজ্জা বোধ করে”।

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

(اعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العُجب، فمن أُعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله)

"জেনে রেখ! ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার পথে আত্মমুগ্ধতার আপদ প্রতিবন্দক হয়ে থাকে। যার আমল তাকে অভিভুত করে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। অনুরুপ যে অহংকার করে তার আমলও বিনষ্ট হয়ে যায়"।

ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

فَكم مِنْ رَجُلٍ نَطَقَ بِالْحَقِّ، وَأَمر بِالمَعْرُوف، فَيُسَلِّطُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يُؤذِيْه لِسوءِ قَصدِهِ، وَحُبِّهِ لِلرِّئَاسَة الدِّينِيَّة، فَهَذَا دَاءٌ خَفِيٌّ سَارٍ فِي نُفُوْسِ الفُقَهَاء، كَمَا أَنَّهُ دَاءٌ سَارٍ فِي نُفُوْسِ المُنْفِقِين مِنَ الأَغنِيَاء وَأَربَاب الوُقُوْف وَالتُّرب المُزَخْرَفَة، وَهُوَ دَاءٌ خفِيٌّ يَسرِي فِي نُفُوْس الجُنْد وَالأُمَرَاء وَالمُجَاهِدِيْنَ، فَترَاهم يَلتقُوْنَ العَدُوَّ، وَيَصْطَدِمُ الجمعَان وَفِي نُفُوْس المُجَاهِدِيْنَ مُخَبَّآتٌ وَكمَائِنُ مِنَ الاختيَالِ وَإِظهَار الشَّجَاعَةِ لِيُقَالَ، وَالعجبِ ، وَلُبْسِ القرَاقل المُذَهَّبَة، وَالخُوذ المزخرفَة، وَالعُدد المُحلاَّةَ عَلَى نُفُوْس مُتكبِّرَةٍ، وَفُرْسَان مُتجبِّرَة، وَيَنضَاف إِلَى ذَلِكَ إِخلاَلٌ بِالصَّلاَة، وَظُلم لِلرَّعِيَّة ، وَشُرب لِلمسكر، فَأَنَّى يُنْصرُوْن؟ وَكَيْفَ لاَ يُخذلُوْن؟ اللَّهُمَّ: فَانصر دينَك، وَوَفِّق عِبَادك.

فَمَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِلعمل كسره العِلْمُ، وَبَكَى عَلَى نَفْسِهِ، وَمِنْ طلب العِلْم لِلمدَارس وَالإِفتَاء وَالفخر وَالرِّيَاء، تحَامقَ، وَاختَال، وَازدرَى بِالنَّاسِ، وَأَهْلكه العُجْبُ، وَمَقَتَتْهُ الأَنْفُس* {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ... وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشَّمْس:9 و10] أَي دسَّسَهَا بِالفجُور وَالمَعْصِيَة.

(سير أعلام النبلاء. مجلة البحوث الإسلامية,

“অনেক মানুষ আছে যারা হক্ক কথা বলে এবং সৎকাজের আদেশ করে অতঃপর আল্লাহ তা’আলা তার অসৎ উদ্দেশ্য ও ধর্মীয় নেতৃত্বের লোভের দরুণ এমন লোককে তার উপর নিয়োজিত করে দেন যে, তাকে কষ্ট দেয়। এটা একটি সূক্ষ ব্যাধি যা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয়কারী ধনী, ওয়াকফকারী ও দারিদ্র ব্যক্তির ন্যায় ফুকাহাদের নফসগুলোকেও দখল করে নিয়েছে। শুধু তাই নয় এটা এমন মারাত্মক সূক্ষ্ম ব্যাধি যা সৈনিক, আমির-উমারা ও মুজাহিদগনের নফসকেও গ্রাস করে ফেলে। তাদের দেখবে তারা শত্রুর মুখোমুখি হচ্ছে, দুই দল সামরিক যুদ্ধে আঘাত প্রতিঘাতে লিপ্ত হচ্ছে অথচ বেচারা মুজাহিদের হৃদয়ে গর্ব-অহমিকা, আত্মমুগ্ধতা ও বিরত্ব প্রদর্শনের বাসনা লুকয়িত। অহমিকাভরা হৃদয়ে ও উদ্ধতপূর্ণ অশ্বারোহীবেশে স্বর্ণখচিত জামা, অলঙ্কৃত শিরস্ত্রাণ ও মনোহর সরঞ্জামাধি পরিধান করেছে। এর চেয়ে আগে বেড়ে ছালাতকে বিনষ্ট করছে। প্রজাদের উপর জুলুম নির্যাতন করছে। নেশার বস্তু পান করছে। যদি অবস্থা এমন হয় তাহলে তাদের কিভাবে সাহায্য করা হবে?! কেনইবা তারা পরাজিত হবে না?! হে আল্লাহ আপনি আপনার দ্বীনের সাহায্য করুন। আর আপনার বান্দাদের তাওফীক দান করুন।

যে ব্যক্তি আমলের উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণ করবে ইলম তাঁকে বিনয়ী বানাবে এবং আপন নফসের প্রবঞ্চনার উপর কাঁদাবে। আর যে ব্যক্তি মতাদর্শ

প্রকাশ, ফতোয়া দান, অহংকার ও রিয়া প্রদর্শনের জন্য ইলম অন্বেষণ করবে সে নির্বুদ্ধিতায় ভোগবে, সদম্ভে চলবে, মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করবে, অহমিকা তাকে ধ্বংস করে দিবে এবং নফস তাকে বিদ্বেষী করে তুলবে।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) سورة الشمس– 91 أي دسسها بالفجور والمعصية

"যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে (পাপ ও গুনাহ দ্বারা) কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়"। (সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, মাজাল্লাতুল-বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ।)

ইমম গাজালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

اعْلَمْ أَنَّ آفَاتِ الْعُجْبِ كَثِيرَةٌ، فَإِنَّ الْعُجْبَ يَدْعُو إِلَى الْكِبْرِ ; لِأَنَّهُ أَحَدُ أَسْبَابِهِ، فَيَتَوَلَّدُ مِنَ الْعُجْبِ الْكِبْرُ، وَمِنَ الْكِبْرِ الْآفَاتُ الْكَثِيرَةُ الَّتِي لَا تَخْفَى، هَذَا مَعَ الْعِبَادِ، وَأَمَّا مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فَالْعُجْبُ يَدْعُو إِلَى نِسْيَانِ الذُّنُوبِ وَإِهْمَالِهَا، فَبَعْضُ ذُنُوبِهِ لَا يَذْكُرُهَا لِظَنِّهِ أَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنْ تَفَقُّدِهَا، وَمَا يَتَذَكَّرُهُ مِنْهَا فَيَسْتَصْغِرُهُ فَلَا يَجْتَهِدُ فِي إِزَالَتِهِ، بَلْ يَظُنُّ أَنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ. وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ وَالْأَعْمَالُ فَإِنَّهُ يَسْتَعْظِمُهَا وَيَمُنُّ عَلَى اللَّهِ بِفِعْلِهَا وَيَنْسَى نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالتَّوْفِيقِ وَالتَّمْكِينِ مِنْهَا، ثُمَّ إِذَا أُعْجِبَ بِهَا عَمِيَ عَنْ آفَاتِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُعْجَبَ يَغْتَرُّ بِنَفْسِهِ وَبِرَأْيِهِ وَيَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ
وَعَذَابَهُ، وَيَظُنُّ أَنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، وَأَنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَّةً وَحَقًّا بِأَعْمَالِهِ الَّتِي هِيَ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِهِ، وَيُخْرِجُهُ الْعُجْبُ إِلَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَحْمَدَهَا وَيُزَكِّيهَا، وَإِنْ أُعْجِبَ بِرَأْيِهِ وَعَمَلِهِ وَعَقْلِهِ مَنَعَ ذَلِكَ مِنَ الِاسْتِفَادَةِ وَمِنَ الِاسْتِشَارَةِ وَالسُّؤَالِ فَيَسْتَبِدُّ بِنَفْسِهِ وَرَأْيِهِ، وَيَسْتَنْكِفُ مِنْ سُؤَالِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ

مِنْهُ، وَرُبَّمَا يُعْجَبُ بِالرَّأْيِ الْخَطَأِ الَّذِي خَطَرَ لَهُ فَيَفْرَحُ بِكَوْنِهِ مِنْ خَوَاطِرِهِ، وَلَا يَفْرَحُ بِخَوَاطِرِ غَيْرِهِ فَيُصِرُّ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْمَعُ نُصْحَ نَاصِحٍ، وَلَا وَعْظَ وَاعِظٍ، بَلْ يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهِ بِعَيْنِ الِاسْتِجْهَالِ وَيُصِرُّ عَلَى خَطَايَاهُ.

فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ مِنْ آفَاتِ الْعُجْبِ، فَلِذَلِكَ كَانَ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ، وَمِنْ أَعْظَمِ آفَاتِهِ أَنْ يَغْتَرَّ فِي السَّعْيِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ فَازَ وَأَنَّهُ قَدِ اسْتَغْنَى، وَهُوَ الْهَلَاكُ الصَّرِيحُ: نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ حُسْنَ التَّوْفِيقِ لِطَاعَتِهِ.

(إحياء علوم الدين. فتاوى الشبكة الإسلامية. أرشيف ملتقى أهل الحديث.)

“জেনে রেখ! আত্মমুগ্ধতার অনেক আপদ-বিপদ রয়েছে। আর নিশ্চয় আত্মমুগ্ধতা অহংকারের দিকে নিয়ে যায়; কেননা আত্মমুগ্ধতা অহংকারের কারণসমূহের অন্যতম একটি কারণ যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং আত্মমুগ্ধতা থেকে অহংকার সৃষ্টি হয়, আর অহংকার থেকে অনেক আপদ-বিপদ যা কারো কাছে গোপন নয়। এটি হল বান্দার সাথে হলে। আর যদি আল্লাহর সাথে হয় তাহলে আত্মমুগ্ধতা গুনাহসমূহকে ভুলে যাওয়া ও উপেক্ষা করার দিকে নিয়ে যায়। কিছু গুনাহ্ আছে যেগুলোর সে স্মরণ করে না এবং তা তালাশও করে না কারণ তার ধারনা মতে সে এগুলো অনুসন্ধানে মুখাপেক্ষী না, ফলে সে তা ভুলে যায়। আর যা স্মরণ করে তা অতি ছোট ভাবে। বড় কোন কিছু বলে মনে করে না। ফলে তা সংশোধন ও প্রতিকারের কোন প্রচেষ্টা করে না। বরং ধারণা করে বসে থাকে যে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর পক্ষান্তরে তার ইবাদাত ও আমলসমূহকে বড় মনে করে এবং তা নিয়ে বড়াই করতে থাকে। আমল করে আল্লাহর উপর

অনুগ্রহের ভাব দেখায়। তাওফিক ও যোগ্যতা দানের মাধ্যমে তার উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে ভুলে যায়। যখন তার আপন আমলের উপর সে অভিবূত হয় তার বিপদসমূহ হতে অন্ধ হয়ে যায়। আর যে তার আমলের বিপদ ও দূর্যোগসমূহ অনুসন্ধান করে না তার অধিকাংশ প্রচেষ্টাই বিফলে যায়। কেননা বাহ্যিক আমলসমূহ যখন স্বচ্ছ ও ত্রুটি মুক্ত না হবে খুব কমই তা ফলপসু হয়। নিশ্চয় আমলের বিপদ ও দূর্যোগসমূহ সেই ব্যক্তিই অনুসন্ধান করে যার মধ্যে আত্মমুগ্ধতা নয় বরং ভয়-ভিতি প্রবল হয়। আত্মমুগ্ধ ব্যক্তি আপন সিদ্ধান্ত ও নফসের প্রতারনায় পড়ে থাকে। আর আল্লাহ তা’আলার পাকড়াও ও শাস্তি থেকে নিশ্চিন্তে বসে থাকে। বরং ধারণা করে যে, আল্লহর নিকট সে উচ্চমর্যাদা প্রাপ্ত, তার আমলের দরুণ আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ ও পাওনা রয়েছে অথচ তা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহ। আত্মমুগ্ধতা তাকে আল্লাহ তা’আলা প্রশংসা থেকে বের করে আপন প্রশংসা, গুনগান ও পবিত্রতা গাওয়ায় লাগিয়ে রাখে। আপন মত, কর্ম ও বুদ্ধির উপর অভিভুত করা তাকে অন্য থেকে উপকৃত হওয়া, পরামর্শ করা ও জিজ্ঞাসা করা থেকে বিরত রাখে ফলে সে নিজ চিন্তা-ধারণা ও যুক্তিতে প্রমান উপস্থাপনে মগ্ন থাকে তার থেকে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করা থেকে বিরত থাকে। কখনো কখনো আপন মনে উদয় হওয়া ভুল সিদ্ধান্তের উপর আত্মমুগ্ধ ও অভিভুত হয়। ফলে তা তার চিন্তাধারা হওয়ার কারণে প্রফুল্ল হয়, কিন্তু

অন্যের চিন্তা-ভাবনার উপর প্রফুল্য হয় না। এবং এর উপর জিদ ধরে বসে থাকে, না সে অন্যের কোন নছিহত শুনে। না কোন উপদেশদাতার উপদেশের প্রতি সে ভ্রুক্ষেপ করে। বরং অন্যের দিকে অজ্ঞতা ও মূর্খতার দৃষ্টিকোন থেকে দৃষ্টিপাত করে। এবং নিজ ভুলের উপর দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। যদি তার এই অভিমত পার্থিব ব্যাপারে হয়, তাহলে সে তাই অর্জন করবে। আর যদি দ্বীনি বিষয়ে হয় বিশেষভাবে মূল আকিদা বিশ্বাসের ব্যাপারে হয়, তাহলে সে ধ্বংসে পতিত হবে। সে যদি নিজেকে অভিযুক্ত করতো, আপন চিন্তা-ভাবনার উপর আস্থাবান হয়ে বসে না থাকতো, কোরআনের আলোয় আলোকিত হতো, ধর্মীয় আলেমদের থেকে সহায়তা নিতো, ইলম অধ্যয়নে লেগে থাকতো এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট নিয়মিত জিজ্ঞাসা করতো তাহলে তা তাকে সত্যের পথে পৌছে দিতো। এপর্যন্ত যা উল্লেখ করলাম তা এবং এর অনুরুপ বিষয়াদি সব আত্মমুগ্ধতার আপদ-বিপদ। এ কারণে তার জন্য ধ্বংসাত্ত্বক ও সবচেয়ে বড় বিপদ হল তার চেষ্টা-সাধনার স্পৃহা হ্রাস পাবে কারণ তার ধারনা মতে সে সফলকাম এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই স্পষ্ট ধ্বংশের নিদর্শন যাতে কোনরুপ সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর আনুগত্যের তাওফিক চাচ্ছি"। (এহইয়াউ উলুমিদ্দীন)

ইমাম ইবনুল হাজ্জ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

(فمن كان عند نفسه شيء فهو عند الله لا شيء، ومن كان عند نفسه لا شيء فهو عند ربه شيء)

“নিজের কাছে যার মূল্য বিদ্যমান থাকে আল্লাহর কাছে তার কোন মূল্য নেই। নিজের কাছে যার কোন মূল্য নেই আপন রবের কাছে তার মূল্য রয়েছে”।

ইমাম ইউসুফ বিন হুসাইন জুনাইদ (রহিমাহুমুল্লাহ) কে বললেন:

لاَ أَذَاقَكَ اللهُ طعم نَفْسك، فَإِنْ ذُقْتَهَا لاَ تُفْلِح. (الرسالة القشيرية " ص 22، سير أعلام النبلاء 14/ 249 أرشيف ملتقى أهل الحديث).

“আল্লাহ তোমাকে নফসের স্বাদ আস্বাদন না করাক কেননা যদি তুমি নফসের স্বাদ আস্বাদন কর তাহলে সফলকাম হতে পারবে না”। (আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, সিয়ারু আ’লামিন নুবালা।)

ইমাম মাওয়ারদি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَلَيْسَ إلَى مَا يُكْسِبُهُ الْكِبْرُ مِنْ الْمَقْتِ حَدٌّ، وَلاَ إلَى مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ الْعُجْبُ مِنْ الْجَهْلِ غَايَةٌ، حَتَّى إنَّهُ لَيُطْفِئَ مِنْ الْمَحَاسِنِ مَا انْتَشَرَ، وَيَسْلُبَ مِنْ الْفَضَائِلِ مَا اشْتَهَرَ. وَنَاهِيَك بِسَيِّئَةٍ تُحْبِطُ كُلَّ حَسَنَةٍ وَبِمَذَمَّةٍ تَهْدِمُ كُلَّ فَضِيلَةٍ، مَعَ مَا يُثِيرُهُ مِنْ حَنَقٍ وَيُكْسِبُهُ مِنْ حِقْدٍ. (فصل الخطاب في اللزهد والرقائق والآداب. أرشيف ملتقى أهل الحديث.)

“অহংকার যেই ঘৃণা ও অবজ্ঞা সৃষ্টি করে তার কোন সীমা নেই। আর আত্মমুগ্ধতা যেই পরিমান মূর্খতার দিকে নিয়ে যায় তার কোন প্রান্ত-কুল

নেই, এমনকি তা বিস্তৃত কল্যান প্রদীপকে নির্বাপিত করে দেয় এবং তা ছড়িয়ে পড়া গুণ-মর্যাদাকে ছিনিয়ে নেয়।

আমি তোমকে এমন এক গুনাহ ও অকল্যাণ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিচ্ছি যা সকল কল্যাণসমূহকে বিনষ্ট করে দেয় এবং সকল গুণ ও মর্যাদাকে ধ্বংস করে দেয়। যা ক্রোধকে জাগিয়ে তোলে এবং শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে"।

(ফসলুল খিতাব ফিযযুহদি ওয়াররাক্বাইক্বি ওয়াল আদাবি।)

হাসান (রহিমাহুল্লাহ)কে জিগাসা করা হল:

من شر الناس؟ قال: من يرى أنه أفضلهم. (فيض القدير. الدرر المنتقاة من الملقاة)

"সব চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ কে? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি মনে করে যে, সেই সব চাইতে শ্রেষ্ঠ"।

(ফয়জুল কাদীর)

ইমাম ইবনুল কাইয়ূম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

يحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت علي الله تعالى من أبواب الطاعات كلها فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام، فلم أتمكن من الدخول، حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته، فإذا هو – سبحانه – قد أخذ بيدي وأدخلني.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رضي الله عنه ـ يقول من أراد السعادة الأبدية، فليلزم عتبة العبودية.
وقال بعض العارفين لا طريق أقرب إلى الله من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوى، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل ولا اجتهاد، ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة يعني بعد الفرائض.
والقصد أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله علي الله تعالى، وترميه علي طريق المحبة فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذا الطريق وإن كان طرق سائر الأعمال تفتح للعبد أبواب من المحبة، لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذنب بحيث يشاهدها ضيعة، وعجزاً، وتفريطاً وذنباً وخطيئةً نوع آخر وفتح آخر . (أرشيف ملتقى أهل الحديث.الأنوار النعمانية فى الدعوة الربانية,)

“জনৈক আল্লাহর আরিফ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আল্লাহ তা’আলার নিকট পূণ্যের সকল দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম। যেই দরজা দিয়েই প্রবেশ করলাম সেখানেই ভিড় দেখতে পেলাম, ফলে আমি ভিতরে প্রবেশ করতে পারলাম না। অবশেষে আমি লাঞ্ছনা ও মুখাপেক্ষীতার দরজায় আসলাম দেখলাম যে, এটি আল্লাহর নিকট পৌছার নিকটবর্তী ও প্রশস্ত ফটক। সেখানে কোন ভিড়ও নেই, প্রতিবন্ধকতাও নেই। আমি তার চৌকাঠের ভিতর পাঁ রাখা মাত্রই তিনি আমাকে আমার দু’হাত ধরে সেখানে অনুপ্রবেশ করালেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমা হুল্লাহ) বলতেন:

যে ব্যক্তি চির সৌভাগ্য ও সফতা কামনা করে সে যেন গোলামীর চৌকাঠকে আকড়ে ধরে।

জনৈক আরেফ বলেন:

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য গোলামির চেয়ে অধিক উপযোগী কোন পথ নেই। অভিযোগের চেয়ে অধিক মোটা আবরণ আর নেই। আত্মমুগ্ধতা ও অহংকার সম্পন্ন আমল ও প্রচেষ্টা কোন কাজে আসবে না। আর লাঞ্চনা ও মুখাপেক্ষিতা সহকারে ফরজসমূহ আদায়ের পর বীরত্ব ও সাহসিকতা কোন ক্ষতি করবে না।

উদ্দেশ্য এই বিশেষ লাঞ্ছনা ও বিনয় তাঁকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দিবে, এবং মুহাব্বত ও ভালোবাসার পথে পরিচালনা করবে, ফলে তাঁর জন্য এর এমন দ্বার উন্মুক্ত করা হবে, যা অন্য পথের পথিকদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে না। যদিও সকল আমল ও পূণ্যের পথ বান্দার জন্য মুহাব্বাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করবে কিন্তু লাঞ্ছনা, বিনয়, মুখাপেক্ষিতা, নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান করা, এবং এমন দুর্বলতা, অক্ষমতা, অপরাধ, ক্রুটিযুক্ত ও ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে দেখা যে, নিজেকে হেয়, অক্ষম, শৈথিল্য, গুনাহগার ও ক্রুটিযুক্ত মনে হয়। এর দ্বারা মুহাব্বাতের যেই পথ উন্মুক্ত করা হবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিশেষ

দ্বার"। (আরশীফু মুলতাকা আহলিল হাদীস। আল-আনওয়ারুন নো'মানিয়্যাহ ফিদ-দা'ওয়াতির রাব্বানিয়্যাহ।)

আত্মমুগ্ধতার কারণ ও তার চিকিৎসা:

নিশ্চয় যেই ব্যক্তি এই অধ্যায়ে উলামাগণের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করবে সে দেখবে যে, তাঁরা যেমনিভাবে আত্মমুগ্ধতা ব্যাধির চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন তেমনি এই ব্যাধি সৃষ্টির অনেক কারণও উল্লেখ করেছেন। তাঁরা যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করেছেন তা মৌলিকভাবে ৩টি। আর তাঁরা এর চিকিৎসার যেই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তাও ৩টি।

মৌলিক কারণগুলো হল:

(১) আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে অজ্ঞতা ও তাঁর অনুগ্রহকে ভুলে যাওয়া।

(২) আপন সম্মান অন্তরে স্থান পাওয়া এবং নিজ কৃতিত্ব ও মর্যাদা দৃষ্টিগোচর হওয়া।

(৩) শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটা।

এই ৩টি কারণকে একটি হাদীসে একত্র করা হয়েছে, তা হল আমর ইবনে আছেম (রহমাতুল্লাহ আলাইহ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন-

قال أبو بكر: يا رسول الله علمني شيئاً أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعي. قال: "قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه" (رواه أبو داود (5067) والترمذي (3392) والنسائي في "في عمل اليوم والليلة" (11) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". المسند (9/1))

“আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলন: হে আল্লাহর রাসূল আমাকে এমন কিছু দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি সকাল, বিকাল এবং সূর্য গমনকালে পাঠ করবো। তিনি বলেন: তুমি বল:

اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه

“হে আকাশমন্ডলী ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! দৃশ্য-অদৃশ্যের বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী! সবকিছুর প্রতিপালক ও অধিপতি আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই। আপনার নিকট আমার নফসের অনিষ্ট, শয়তানের অনিষ্ট ও অংশিদারিত্ব থেকে আশ্রয় পার্থনা করছি। (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)

এটি সকাল-সন্ধা ও নিদ্রাগমন কালিন আমলযোগ্য হাদীসসমূহ হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। বান্দার জন্য তার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং এর ঐশী দিক-নির্দেশনা ও উপদেশাবলীর ফিকির জাগ্রত রাখা জরুরী। এতে আছে বান্দা আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করা, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নফস ও শয়তানের অনিষ্টতা ও তার অংশিদারিত্ব থেকে বেঁচে থাকা মাধ্যমে পবিত্রতা ও সৌভাগ্য অর্জন করার এক মহা মধ্যম।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس؛ فإن النفس المذمومة ذُكرت في قوله: {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} [يوسف: 53]، واللوامة في قوله: {وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ} [القيامة: 2]، وذُكرت النفس المذمومة في قوله: {وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى} [النازعات: 40]، وأما الشيطان فذُكر في عدة مواضع، وأُفردت له سورة تامة ، فتحذير الرب تعالي لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس، وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته، فهي مركَبُه، وموضع سِرّه، ومحلّ طاعته، وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك، وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه، ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد، وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة في قوله: "ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا" ، كما تقدم ذلك في الباب الذي قبله.

وقد جمع النبي – صلى الله عليه وسلم – بين الاستعاذة من الأمرين؛ في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه، عن أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله! – صلى

الله عليه وسلم – علِّمني شيئاً أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيتُ؟ قال: "قل: اللهم عالِمَ الغيب والشهادة! فاطر السماوات والأرض! ربَّ كل شيءِ ومليكَه! أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشِرْكه، وأن أقترف على نفسي سوءاً، أو أجُرّه إلى مسلم. قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك" (إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان)

“যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহে গবেষনা করবে তাঁর নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এতে নফসের তুলনায় শয়তান, তার প্রতারণা ও লড়াই সংক্রান্ত আলোচনার প্রতিই বেশি যত্ন নেওয়া হয়েছে।

কেননা আল্লাহর কালামে নিন্দনীয় নফসের আলোচনা করা হয়েছে এভাবে:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ..........(53) 12يوسف

“নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ”। (সূরা: ইউসুফ: ৫৩)

আর নফসে লাওয়ামা (অধিক ভর্ৎসনাকারী নফস) সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) 75– سورة القيامة

“আর শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়”। (আল-ক্বিয়ামাহ:২)

এবং নিন্দিত নফসের ব্যাপারে অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) 79النازعة

“এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে”। (আন নাযিয়াত: ৪০)

আর অপর দিকে শয়তানের আলোচনা করা হয়েছে অনেক স্থানে এবং এর জন্য একটি পূর্ণ সূরাও অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং বান্দার জন্য শয়তানের ব্যাপারে রাব্বুল আলামিনের সতর্কবাণী নফসের তুলনায় বেশি এসেছে। এমন সতর্কীকরণ অন্যকিছুর ব্যাপারে করার প্রয়োজন নেই যেমনটি শয়তানের ব্যাপারে পয়োজন; কেননা নফসের অনিষ্ট ও খারাবী সৃষ্টি হয় শয়তানের প্ররোচনা থেকে। সুতরাং নফস হলো তার বাহন, গোপন অনিষ্টের স্থান ও বশ্যতার স্থান। আর আল্লাহ তা'আলা কোরআন তিলাওয়াতের পূর্বে এই শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন। এটা এ কারণে যে, তার থেকে আশ্রয় চাওয়ার প্রয়োজন অধিক। কিন্তু কোথাও নফস থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আদেশ তিনি দেননি। অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

"আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের নফসের অনিষ্টতা ও আমলের খারাবী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি"।

এই হাজতের খোতবায় নফসের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা এসেছে। যেমন পূর্বের অধ্যায়ে তা অতিবাহিত হয়েছে।

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয়টিকে হাদীসের মাঝে একসাথে বর্ণনা করেছেন যা ইমাম তিরমিজী (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: হে আল্লাহর রাসূল আপনি আমাকে এমন কিছু আমল শিক্ষা দেন যা আমি সকাল-সন্ধা পাঠ করব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: তুমি বল:

اللهم عالِمَ الغيب والشهادة! فاطر السماوات والأرض! ربَّ كل شيء ومليكه! أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشِرْكه، وأن أقترف على نفسي سوءاً، أو أجُرّه إلى مسلم. قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك"

“হে আল্লাহ! হে দৃশ্য-অদৃশ্যের বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী! হে আকাশমন্ডলী ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! হে সবকিছুর প্রতিপালক ও অধিপতি! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই। আপনার নিকট আমার নফসের অনিষ্ট, শয়তানের অনিষ্ট ও অংশিদারিত্ব থেকে, আমার নিজের উপর কোন অনিষ্ট করা অথবা কোন মুসলিমের দিকে তা টেনে নেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি”।

এটা তুমি সকাল –সন্ধা ও সূর্য গমনকালে বলবে”। (ইগাসাতুল-লাহফান ফী মাছাইদিশ-শাইত্বান)

এই হাদীসটি অনিষ্ট, তার উপকরণ ও ফলাফল থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকে অন্তর্ভূক্ত করেছে; কেননা সকল অনিষ্ট হয়তো নফস থেকে সঙ্ঘটিত হবে অথবা শয়তান থেকে। আর ফলাফল হয়তো আমলকারী উপর প্রত্যাবর্তিত হবে অথবা তার অপর মুসলিম ভাইয়ের উপর। সুতরাং হাদীসটি অন্তর্ভুক্ত করেছে এমন দুই উৎসকে যেখান থেকে অনিষ্ট প্রকাশ পায় এবং এমন দুইটি ফলাফলের গন্তব্যকে যেখানে অনিষ্ট বিস্তৃত হয়।

যখন আমরা এই ব্যাধি সৃষ্টির কারণসমূহের উৎস সম্পর্কে জানতে পারলাম সুতরাং তার চিকিৎসার উৎসসমূহ হল:

১. আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব হৃদয়ে গাঁথা এবং তাঁর কুদরত ও ক্ষমতার পরিচয় অনুধাবন করা। বান্দার জন্য আপন প্রতিপালক থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার কোন সুযুগ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53) النحل16

"তোমাদের নিকট বিদ্যমান সব নেয়ামত আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমারা যখন দুঃখে-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর"। (আন নাহল:৫৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (17) 35–فاطر

"হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর গলগ্রহ। আর আল্লাহ তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়"। (সুরা ফাতির-১৫-১৭)

২. নফসের চক্রান্ত, কামনা, তাকে বাধ্যকরণ, পবিত্র করণ এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে বিনয়, বশ্যতা, লাঞ্ছনা ও আত্মসমর্পনের মাধ্যমে তাকে পরিচর্যা করণ সম্পর্কে অবগত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) 91–الشمس

"শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যার্থ মনোরথ হয়"। (সুরা আশ-শামস- ৭-১০)

আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كان إذا قيل لزيد بن أرقم حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحدثكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به، ويأمرنا أن نقول: «اللهم إني أعوذ بك من

العجز والكسل، والبخل، والجبن، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ودعوة لا تستجاب»

(سنن النسائي: 5538. [حكم الألباني] صحيح).

"যায়েদ ইবনে আরকামকে যখন বলা হল আপনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যা শুনেছেন তা আমাদের বর্ণনা করুন তখন তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের যা বর্ণনা করেছেন কেবল তাই আমি তোমাদের বর্ণনা করবো। তিনি আমাদের আদেশ করেন আমরা যেনে বলি:

«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والبخل، والجبن، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ودعوة لا تستجاب»

"হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভিরুতা থেকে, বার্ধক্য ও কবরের শাস্তি থেকে। হে আল্লাহ আমার নফসে তাকওয়ার দৌলত দান করুন। তাকে পবিত্র করুন। আপনিই তো অতি উত্তম পবিত্রকারী ও তার অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এমন নফস থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না, এমন হৃদয় থেকে যা বিনয়ী হয় না, এমন ইলম থেকে যা উপকারে আসে না এবং এমন দোআ' থেকে যা কবুল হয় না। (সুনানু নাসাঈ)

৩. শয়তানের অনুপ্রবেশ, কুমন্ত্রণা, ফাঁদ, অংশীদারিত্ব ও তা থেকে বেচে থাকার ব্যাপারে অবগত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168)

(2–البقرة)

"হে মানবমন্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষন কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সুরা আল-বাকারা-১৬৮)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

في القلب لمتان، لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد لك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله، ولمة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم " (أخرجه الترمذي (5/ 219، رقم 2988) وقال: حسن غريب، والنسائي (6/ 305، رقم 11051)).

"হৃদয়ে দুই ধরণের সজ্ঘ বিদ্যমান রয়েছে। একটি হল কল্যাণের প্রতিশ্রুতি ও সত্যের সমর্থনকারী ফিরিস্তার সজ্ঘ। তাই যে এমন সজ্ঘ পাবে সে যেন তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জানে এবং তাঁর প্রশংসা করে। অপরটি হল: অনিষ্টের প্রতিশ্রুতি ও সত্যকে অস্বীকার ও কল্যাণ থেকে বারণকারী শত্রুর সজ্ঘ। তাই যে এমন সজ্ঘ পাবে সে যেন বিতাড়িত শয়তান থেকে

আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে"। (তিরমিজী: ২৯৮৮. নাসাঈ:১১০৫১)

এখানে আমি কতেক বিজ্ঞ উলামাদের উক্তি বর্ণনা করবো যা দ্বারা উল্লেখিত বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ইবনুল কাইয়ুম রহিমাহুল্লাহ বলেন:

" لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار، والضب والحوت، فإذا حَدَّثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء، فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص.

فإنْ قلت: وما الذي يسهل عليَّ ذبح الطمع، والزهد في الثناء والمدح؟

قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينًا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه، لا يملكها غيره، ولا يؤتى العبد منها شيئاً سواه، فاطلبه من الله.

وأمَّا الزهد في الثناء والمدح، فيسهله عليك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين، ويضر ذمه ويشين، إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين، وذمي شين، فقال: " ذاك الله عز وجل ". (أخرجه الترمذي (3268) في أبواب فضائل القرآن، باب سورة الحجرات، وقال: حسن غريب، والإمام احمد في مسنده (3/ 488) وصححه الألاني في صحيح الترمذي (2605).)

فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح مَن كل الزين في مدحه، وكل الشين في ذمه، ولن يُقدَر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البر في غير مركب.

قال تعالى: " فاصبر إنَّ وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون " [الروم / 60]

وقال تعالى: " وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون " ...
[السجدة/24]

(منطقات طالب العلم. أرشيف أهل الحديث. دروس للشيخ محمد المنجد. مباحث العقيدة.)

“হৃদয়ে মানুষের পক্ষ থেকে প্রশংসা প্রীতি ও অন্যের সম্পদের লোভের সাথে ইখলাস একত্রিত হওয়া তেমনি অসম্ভব যেমন আগুন ও পানি এবং গুইসাপ ও মাছ একত্রিত হওয়া অসম্ভব। তাই যখন তোমার নফস ইখলাসপ্রত্যাশী হয়ে প্রথমে লোভের বশীভূত হয় তাকে নৈরাশ্যের ছুরি দ্বারা জবাই করে দাও। আর যখন প্রশংসা ও গুনগান প্রীতি নিয়ে অগ্রসর হয় তবে তা থেকে এমনভাবে বিরত থাক যেমন আখেরাতে দুনিয়া প্রেমিক বিরত থাকবে। যখন তোমার লোভের জবাই ও প্রশংসা ও গুনগাণ প্রীতি থেকে বিরত থাকা দৃঢ়ভাবে হয়ে যাবে, ইখলাসের সাথে আমল সহজ হয়ে যাবে। যদি তুমি বল যে কোন জিনিষ লোভকে জবাই করা ও প্রশংসা ও গুনগান প্রীতি পরিত্যাগকে সহজ সাধ্য করে তুলবে? আমি বলবো: লোভকে জবাই করা যে জিনিষ সহজ করবে তা হল: এবিষয়ে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যেই বিষয়েই লোভ করা হবে, তার কোষাগার একমাত্র আল্লাহর হাতে অন্য কেউ এর মালিক নয়। তা হতে তিনি বিনে কেউ বান্দাকে কিছু দিতে পারে না। তাই তা আল্লাহর কাছ থেকই চাও।

আর প্রশংসা ও গুনগান প্রীতি পরিত্যগ করা সহজ করবে তোমার এই ইলম যে, এক আল্লাহর হুকুম বিনে কারো প্রশংসা উপকৃত ও সম্মানিত করতে পারে না এবং কারো নিন্দা জ্ঞাপন ক্ষতি ও অসম্মানিত করতে পারে না। যেমন এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে আমার প্রশংসা সম্মানিত করে এবং আমার নিন্দা অসম্মানিত করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এর মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা। (তিরমিযী: ৩২৬৮)

সুতরাং এমন প্রশংসাকারীর প্রশংসা কামনা থেকে বিরত থাক যা তোমাকে সম্মানিত করতে পারবে না এবং এমন নিন্দা থেকে যা তোমাকে অপমান করতে পারে না। এবং তার প্রশংসা প্রত্যাশী হও, যার প্রশংসায় সকল সৌন্দর্য নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং যার নিন্দায় সকল দোষ নিস্তেজ হয়ে যায়।

এটা সম্ভব হবে কেবল ধৈর্য ও বিশ্বাসের মাধ্যমে। যখন তুমি ধৈর্য ও বিশ্বাস হারাবে তবে তোমার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির ন্যায় যে যানবাহন ছাড়া বন-জঙ্গলভুমি সফরের ইচ্ছা পোষণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

" فاصبر إنَّ وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون " [الروم / 60]

"অতএব, আপনি সবর করুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে। (সুরা আর রুম-৬০)

আল্লাহ তা’আলা আরো বলেন:

" وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون " ... [السجدة/24]

“তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল”। (সুরা আস সেজদাহ-২৪)” (মিনতাকাতু তালিবিল ইলম)

ইমাম ইবনে হজম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

(وبالجملة: فكلما نقص العقل توهم صاحبه أنه أوفر الناس عقلا وأكمل ما كان تمييزاً، ولا يعرض هذا في سائر الفضائل، فإن العاري منها جملة يدري أنه عار منها، وإنما يدخل الغلط على من له أدنى حظ منها وإن قل، فإنه يتوهم حينئذ إن كان ضعيف التمييز أنه عليّ الدرجة فيه. ودواء من ذكرنا الفقر والخمول، ولا دواء لهم أنجع منه)

“সারাংস কথা হল: যখন কারো জ্ঞান-বুদ্ধি হ্রাস পায় তখন সে নিজেকে সবচাইতে জ্ঞানী ও পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান ধারণা করে। মর্যাদার সকল স্তরে তা পেশ করে না। কেননা পরিপূর্ণ গুণকীর্তি শুন্য ব্যক্তি তো নিজেই জানে যে সে পাত্রশূন্য, ভূলে লিপ্ত হয় তো সে, যার কিছুটা হলেও জ্ঞান আছে, যদিও তা কম হয়। কেননা সে যদি দূর্বল বিবেকসম্পন্ন হয় তাহলে সে তখন নিজেকে উচ্চ মর্যাদাবান ধারণা করবে। এর চিকিৎসা যেমনটি আমরা উল্লেখ

করেছি তা হল: মুখাপেক্ষিতা ও দুর্বলতা স্বীকার করা। এর চেয়ে অধিক কার্যকরী কোন চিকিৎসা নেই।

ইমাম ইবনে জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

(إذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملاً وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل ويجب على العاقل ألا يرى لنفسه عملاً أو يعجب به.)

“মানুষের ইলম যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায়, নিজের কোন আমল তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় না বরং এই আমল করার তাওফিকদাতার নিয়ামতই দৃষ্টি গোচর হয়। বিবেকবানের জন্য আবশ্যক হল নিজের কোন আমল না দেখা বা আমল করে অভিভুত না হওয়া।

ইমাম ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

إِنَّ النَّفْسَ أَهْلٌ أَنْ تُمْقَتَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَمَنْ مَقَتَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجَوْتُ أَنْ يُؤَمِّنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَقْتِهِ

(أدب النفوس)

“নিশ্চয় নফস উপযোগী যে, মহান আল্লাহ তা’আলার জন্য তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা হবে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা’আলার জন্য নফসের সাথে বিদ্বেষ

রাখবে আমি আশা করি তিনি তাকে তার শত্রুতা থেকে নিরাপদ রাখবেন। (আদাবুন নুফুস)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন:

ورؤية العمل واستكثاره ذنب كما أن استقلال المعصية ذنب. والعارف من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده، وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله، وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلّت وصغرت عند الله، وسيئاتك بالعكس. ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده وصغرت جداً في عينه، وعَلِم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه وأن الذي يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها، لأنه كلما استكثر منها فُتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله ولو كانت أعمال الثقلين، وإذا كثرت في عينه وعظمت دلّ على أنه محجوب عن الله غير عارف به وبما ينبغي له.

وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه وتعظم في عينه لمشاهدته الحق ومستحقه وتقصيره في القيام به وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه.

إذا عُرف هذا فاستقلال العبد المعصية عين الجرأة على الله وجهل بقدر من عصاه وبقدر حقه.

(إحسان سلوك المملوك إلى ملك الملوك.)

“যেমনিভাবে পাপকে ছোট মনে করা করা গুনাহ তেমনিভাবে নেক আমল দৃষ্টিগোচর হওয়া ও তাকে বেশী মনে করাও গুনাহ। আরেফ সে যার চোখে আপন পূণ্য ছোট মনে হয় এবং নিজ গুনাহসমূহ বড় মনে হয়। আর যখনি তোমার পূণ্য আপন দৃষ্টিতে ছোট মনে হবে আল্লাহ তা’আলার নিকট তা মর্যাদায় বড় হবে, আর যখন তোমার হৃদয়ে তা বড় মনে হবে আল্লাহর

নিকট মর্যাদায় তা কমে যাবে এবং ছোট হয়ে যাবে। আর এর বিপরীত হল গুনাহ। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে চিনে, অধিকার ও ইবাদতে তাঁর মর্যাদা বুঝে তার নিকট আপন পুণ্য বিলিন হয়ে যায়, নিজ চোখে তা খুব সামান্য দেখায় এবং সে মনে করে যে এই সামান্য পরিমান তাকে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। এবং তাঁর মর্যাদার জন্য উপযোগী আমল ও বান্দা থেকে পাওয়ার যোগ্য আমল আরো উৎকৃষ্ট। যখনি সে বেশি অর্জন করবে আপন আমলকে অল্প মনে করবে এবং ছোট মনে করবে। কেননা যখন সে তা বেশি অর্জন করবে তাঁর জন্য আল্লাহর মারিফাত ও সান্নিধ্য লাভের দ্বার খুলে দেওয়া হবে। ফলে তাঁর হৃদয় আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার আজমত ও বড়ত্ব অবলৌকন করবে যার ফলে নিজ সকল আমল তাঁর কাছে ছোট মনে হবে যদিও তা খুব মর্যাদাপূর্ণ আমলই হোক না কেন।

আর যখন তাঁর আমল আপন চোখে অধিক বড় মনে হয় তখন বুঝতে হবে যে সে আল্লাহর রহমত থেকে আড়ালকৃত এবং তাঁর উপযুক্ত বিষয়াদির মারিফাত থেকে দূরে।

এই মারিফাতের দৌলত লাভ ও নিজেকে চেনার মাধ্যমে সে নিজ গুনাহসমূহকে বড় মনে করে এবং আপন দৃষ্টিতে তা বড় মনে হয়; কারণ সে হক্ক বিষয়, আপন উপযুক্ততা, প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন

ও সন্তুষ্ট হন এমনভাবে তা বাস্তবায়ন ও যথাযথ পালনে আপন ঘাটতি প্রত্যক্ষ করেন।

যখন এটি জানা গেল তবে মনে রেখ! বান্দার জন্য গুনাহকে হালকা মনে করা আল্লাহর উপর দুঃসাহস পদর্শন, তাঁর অবাধ্যতার পরিনাম ও তাঁর হকের ব্যাপারে অজ্ঞতার নামান্তর"। (ইহসানু সুলূকিল-আবদিল-মামলূকি ইলা মালিকিল-মামুলূকি।)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

ومَقْتُ النفس في ذات الله من صفات الصدِّيقين، ويدنو العبد به من الله سبحانه في لحظة واحدة أضعافَ أضعافِ ما يدنو بالعمل.

(إغاثة اللهفان 1/ 155. فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب.أرشيف ملتقى أهل الحديث.)

"আল্লাহর জন্য আপন নফসের সাথে বিদ্বেষ রাখা সিদ্দিকিনদের গুণ এবং আমলের মাধ্যমে বান্দা যতটুকু আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে এর দ্বারা মূহর্তের মধ্যে তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ নিকটে পৌছে যায়"। (ইগাসাতুল লাহফান)

ইমাম শাফিয়ী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

" أرفع الناس قدرا: من لا يرى قدره، وأكبر الناس فضلا: من لا يرى فضله "

(شعب الإيمان. شرح مسند الشافعي. المجموع شرح المهذب. **السير 10/ 99. مناقب " البيهقي 2 / 201، و" مناقب " الرازي: 123.)**

“মানুষের মাঝে মর্যাদায় সবচাইতে শীর্ষে সে যে নিজের কোন মর্যাদা আছে বলে মনে করে না। এবং সে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ যে আপন শ্রেষ্ঠত্বকে দেখে না”। (শোআবুল ঈমান, সিয়ারু আ’লামিন নুবালা)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

لقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيميه – قدس الله روحه – من ذلك أمرًا لم أشاهده من غيره،

وكان يقول كثيرًا: ما لى شيء، ولا منى شيء، ولا في شيء، وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت:

أنا المكدي وابن المكدي ... وهكذا كان أبي وجدي

وكان إذا أُثنى عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامى كل وقت، وما أسلمت بعد إسلامًا جيدًا.

وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه:

أنا الفقير إلى رب البريات ... أنا المسكين في جميع حالاتي

أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي ... والخير إن يأتنا من عنده يأتي

لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ... ولا عن النفس لي دفع المضرات

والفقر لي وصف ذات لازم أبدًا ... كما أن الغنى أبدًا وصف له ذاتي

وهذا الحال حال الخلق أجمعهم ... وكلهم عنده عبد له آتي

(تهذيب مدارج السالكين ص 277. حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا.)

“আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ তা’আলা তাঁর রুহ-আত্মাকে পবিত্র করুক) থেকে এ ব্যাপারে এমন কিছু বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি যা অন্য কারো থেকে প্রত্যক্ষ করিনি। তিনি খুব বেশি বেশি একথা বলতেন:

“আমি তো কিছুই না, আমার থেকে কিছু হয় না এবং আমার মাঝে কিছুই নেই”।

তিনি অধিকাংশ এই কবিতা দ্বারা আপন উপমা পেশ করতেন:

أنا المكدي وابن المكدي ... وهكذا كان أبي وجدي

“ভিক্ষুকের বেটা ভিক্ষুক যে আমি

পূর্বপুরুষরাও আমার এমনি ছিলেন জানি”।

যখন তাঁর সামনে কেউ তাঁর প্রশংসা করতো তিনি বলতেন: “আল্লাহর শপথ এখনো আমি প্রতিনিয়ত আমার ইসলামকে নবায়ন করি। এখনো আমি ভালোভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে পারিনি”।

তাঁর শেষ বয়ষে তিনি আমার নিকট তাফসীরের মূলনীতি লিখে একটি পত্র পাঠালেন যার উপরিভাগে তাঁর স্বরচিত কিছু কবিতা লিখা ছিল:

أنا الفقير إلى رب البريات ... أنا المسكين في جميع حالاتي

أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي ... والخير إن يأتنا من عنده يأتي

لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ... ولا عن النفس لي دفع المضرات

والفقر لي وصف ذات لازم أبدًا ... كما أن الغنى أبدًا وصف له ذاتي

وهذا الحال حال الخلق أجمعهم ... وكلهم عنده عبد له آتي

“মোহতাজ আমি সৃষ্টিজীবের রব জিনি তাহার তরে

সর্বহারা মিসকিন যে আমি আমার সকল হালতে।

নফসের প্রতি অত্যাচারী আমি, সেও যে নিপিড়নকারী

কল্যাণ যদি আসে তবে রবের পক্ষ থেকেই আসে জানি।

কল্যাণ পৌছাতে সক্ষম নহি আমি নফসের প্রতি

দূরিভুত করতেও না তাহা হতে কোন ক্ষতি।

মুখাপেক্ষিতা যে আমার চিরস্থায়ী আবশ্যকীয় গুণ

অমুখাপেক্ষীতা যে তাহার যেমনি অবিনশ্বর গুণ।

এটিই যে কুল মাখলুকাতের অবস্থা, বাস্তব হালত

সকলেই গোলাম তাহার ফিরবে জানি তাহার নিকট"।

ইবনে হজম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

(كانت في عيوب، فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب النفس أعاني مداواتها، حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه، وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها، ليتعظ بذلك متعظ يوماً ان شاء الله.

(أ) فمنها كلف في الرضاء وإفراط في الغضب، فلم أزل أداوي ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط، وامتنعت مما لا يحل من الانتصار وتحملت من ذلك

ثقلاً شديداً وصبرت على مضض مؤلم كان ربما امرضني، وأعجزني ذلك في الرضى وكأني سامحت نفسي في ذلك، لأنها تمثلت ان ترك ذلك لؤم.

(ب) ومنها دعابة غالبة، فالذي قدرت عليه فيها إمساكي عما يغضب الممازح، وسامحت نفسي فيها إذ رأيت تركها من الانغلاق ومضاهياً للكبر.

(ج) ومنها عجب شديد: فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها حتى ذهب كله ولم يبق له والحمد لله أثر، بل كلفت نفسي احتقار قدرها جملة واستعمال التواضع.....)

[رسائل ابن حزم. مجلة البيان. الأخلاق والسير، لابن حزم، ص 23. أرشيف ملتقى أهل الحديث.]

“আমার মাঝে অনেক দোষ ছিল ফলে আমি রিয়াজাত-অনুশীলন করতে লাগলাম এবং আখলাক ও নফসের শিষ্টাচারিতার ব্যাপারে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম ও মুতাআখখিরিন-মুতাকাদ্দিমিন জ্ঞানীদের উক্তিগুলো অবিরত পর্যবেক্ষণ করতে থাকি যা আমাকে এর চিকিৎসায় সহায়তা করে যার ফলে আমাকে মহান আল্লাহ তা’আলা আপন কৃপা ও অনুগ্রহে এর চেয়ে অধিক আমল করার তাওফিক দিয়েছেন।

পরিপূর্ণ ইনসাফ, নফসের রিয়াযাত ও বাস্তব অবস্থার জটিলতায় কার্যকরী পদক্ষেপ হল এবিষয়টি স্বীকার করা যেন আল্লাহ চাহে তো কোন দিন কোন উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করবে।

১. দোষগুলোর মধ্যে হতে একটি হল অপরকে সন্তুষ্ট করার প্রতি আসক্তি ও রাগে সীমালঙ্ঘন করা। আমি অবিরত এর চিকিৎসা করতে থাকি এমন কি আমি কথায় কাজে ও চলার পথে পরিপূর্ণ রাগ প্রকাশ ছেড়ে দেওয়ার

স্টেশনে এসে পৌছেছি। এবং যে বিষয়ে সাহায্য চাওয়া বৈধ নয় তা হতে বিরত থেকেছি। এতে আমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছি এবং এমন পীড়াদায়ক কষ্টে ধৈর্য ধারণ করেছি, যে, কখনো কখনো তা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলেছে এবং অপরকে সন্তুষ্ট করার ব্যাধির চিকিৎসায় অক্ষম করে দিয়েছে, যেন আমি এতে আমার নফসের প্রতি অনুগ্রহই করেছি; কেননা সে কল্পনা করে বসেছে যে এসব ছাড়া নিকৃষ্টতার নিদর্শন।

২. তার মধ্য হতে আর একটি হল: অধিক রসিকতা। এতে আমি যে বিষয়ে সক্ষম হয়েছি তা হল: নিজেকে বিরত রাখা ঐসব বিষয়াদি থেকে যা রসিকতাকারীদের ক্রোধকে জাগিয়ে তুলে। এবং আমি নফসের প্রতি সদয় হয়েছি যখন আমি দেখেছি যে এর থেকে বিরত থাকা বন্ধ হওয়ার নামান্তর এবং অহংকারের সমকক্ষ।

৩. এর মধ্য হতে আর একটি হল: অত্যাধিক অহমিকা। আমার আকল নফসের সাথে মুনাজারা করে যা তার দোষগুলো চিনিয়ে দেয়, ফলে সব দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর শোকর তার কোন প্রভাব আর অবশিষ্ট থাকেনি বরং আমার নফসকে আপন মর্যাদার প্রতি পরিপূর্ণরুপে তুচ্ছ ভাবতে ও বিনয় অবলম্বন করতে বাধ্য করেছি”।

ইমাম ইবনুল হাজ্ব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَأَمَّا الْعُجْبُ فَأَصْلُهُ حَمْدُ النَّفْسِ، وَنِسْيَانُ النِّعْمَةِ، وَهُوَ نَظَرُ الْعَبْدِ إلَى نَفْسِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وَيَنْسَى أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ مِنَّةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَيُحْسِنُ حَالَ نَفْسِهِ عِنْدَهُ، وَيَقِلُّ شُكْرُهُ، وَيَنْسِبُ إلَى نَفْسِهِ شَيْئًا هُوَ مِنْ غَيْرِهَا، وَهِيَ مَطْبُوعَةٌ عَلَى خِلَافِهِ فَإِنْ غَفَلَ هَلَكَ، وَاسْتُدْرِجَ، وَكَانَ مُعْجَبًا بِعِبَادَتِهِ مُزْرِيًا عَلَى مَنْ لَمْ يَعْمَلْ عَمَلَهُ قَدْ عَمِيَ عَنْ عُيُوبِ نَفْسِهِ فَيَكُونُ مُسْتَكْثِرًا لِعَمَلِهِ مَسْرُورًا بِهِ رَاضِيًا عَنْ نَفْسِهِ فَرِحًا بِهَا يَسْعَى فِي هَوَاهَا غَضَبُهُ لَهَا، وَرِضَاهُ لَهَا، وَلَا يَخْلُو الْمُعْجَبُ بِعَمَلِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا؛ لِأَنَّهُمَا قَرِينَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ، وَلَا يَكُونُ الْمُعْجَبُ مَحْزُونًا، وَلَا خَائِفًا أَبَدًا؛ لِأَنَّ الْعُجْبَ يَنْفِي الْخَوْفَ.

وَاعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّ النَّاظِرَ إلَى اللَّهِ فِيمَا يَعْمَلُ قَدْ نَفَى الْعُجْبَ عَنْهُ لِعِلْمِهِ أَنَّ الْعَمَلَ إنَّمَا هُوَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ قَائِمٌ بِالشُّكْرِ لَهُ مُسْتَعِينٌ بِاَللَّهِ عَزَّ، وَجَلَّ عَلَى حَالٍ مُتَّهِمٌ لِنَفْسِهِ قَدْ نَفَى الْأَعْمَالَ كُلَّهَا عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا عِنْدَهُ فِيهَا حَظٌّ، وَلَا نَصِيبٌ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ صِنْفَانِ: صِنْفٌ عُلَمَاءُ أَقْوِيَاءُ فَهُمْ الَّذِينَ نَظَرُوا إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا يَعْمَلُونَ فَحَمِدُوا اللَّهَ عَلَى مَا وَهَبَ لَهُمْ مِنْ قَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، وَصِنْفٌ نَظَرُوا إلَى السَّبَبِ الَّذِي أَعْطَاهُمْ اللَّهُ فَاشْتَغَلُوا بِشُكْرِ السَّبَبِ، وَالصِّنْفُ الْأَوَّلُ أَقْوَى مِنْ هَؤُلَاءِ أُولَئِكَ لَا يَعْرِضُ لَهُمْ الْعُجْبُ لِعِلْمِهِمْ بِهِ، وَهَؤُلَاءِ رُبَّمَا أُعْجِبُوا بِالسَّبَبِ، وَرُبَّمَا انْتَفَى عَنْهُمْ فَهُمْ مُكَابِدُونَ لَهُ فَإِنْ قَامُوا بِشُكْرِ ذَلِكَ فَحَالَتُهُمْ حَسَنَةٌ، وَهُمْ دُونَ أُولَئِكَ، وَإِنْ رَكَنُوا إلَى مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعُجْبِ فَقَدْ هَلَكُوا إلَّا أَنْ يُنَبِّهَ اللَّهُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ فَيَتُوبَ عَلَيْهِ، وَالْعُجْبُ كَثِيرٌ، وَهُوَ آفَةُ الْمُتَعَبِّدِينَ مِنْ الْأَوَّلِينَ، وَالْآخِرِينَ، وَهُوَ مِنْ الْكِبْرِ، وَالْكِبْرُ آفَةُ إبْلِيسَ الَّتِي أَهْلَكَهُ اللَّهُ بِهَا. (المدخل لابن الحاج.)

“আত্মমুগ্ধতার মূল হল নিজের প্রশংসা করা ও আল্লাহর নেয়ামতকে ভুলে বসা। তা এভাবে যে, বান্দা আপন নফস ও নিজ কর্মের প্রতি দৃষ্টি করে এবং একথা ভুলে যায় যে, এটা তার প্রতি আল্লাহ কর্তৃক অনুগ্রহ, ফলে তার

কাছে নিজ অবস্থা ভালো মনে হয়, খুব কমই শুকর করে এবং নিজের দিকে এমন বিষয়কে সম্পৃক্ত করে যা তার মাঝে বিদ্যমান নেই। তার কাছে বিপরিতটাই প্রকাশ পায়, যদি সে উদাসীন হয় সে ধ্বংস হয় এবং তাকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করা হয়। সে আপন ইবাদতে অভিভূত হয়, যে আমল সে করেনি তাকে সে হেয় জ্ঞান করে। আপন দোষ থেকে সে অন্ধ হয়ে যায়। ফলে সে নিজের আমলকে বেশি মনে করে। আপন আমলের উপর আনন্দিত ও নিজ নফসের উপর সন্তুষ্ট-উৎফুল্ল থাকে। আপন প্রবৃত্তির অনুসরণে ব্যস্ত থাকে, তার জন্য ক্রোধান্বিত হয়, আনন্দিত হয়। আর আপন আমলে মুগ্ধ ব্যক্তি রিয়া থেকে মুক্ত হয় না, কারণ এদুটি এমনভাবে সম্পৃক্ত, যা পৃথক হয় না এবং সে কখনো চিন্তিত ও ভীত হয় না। কেননা আত্মমুগ্ধতা ভয় দূর করে দেয়।

জেনে রেখ হে ভাই! যে ব্যক্তি তার আমলে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করতে চায় সে আত্মমুগ্ধতা থেকে বিরত থাকে। কারণ সে জানে যে নিশ্চয় আমলের তাওফিক আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়েছেন। সে শুকর করতে থাকে। আপন কর্মে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে। নিজের নফসকে অভিযুক্ত করতে থাকে এবং সকল আমলকে তার থেকে অস্বীকার করে সুতরাং তার নিকট নফসের জন্য কোন অংশ প্রাপ্য থাকে না।

জেনে রেখ! তারা দুই ধরনের-

১. বিজ্ঞ উলামাগণ। তারা হল যারা আপন আমলে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং কম-বেশ তিনি যা দান করেছে তার উপর শোকর করে।

২. আর এক প্রকার যারা ওই মাধ্যম ও উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তা দান করেছে ফলে তাঁরা যার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়েছে তার কৃতজ্ঞতায় ব্যস্ত থাকে।

প্রথম প্রকার এদের থেকে শক্তিশালী। তাঁদেরকে আত্মমুগ্ধতা গ্রাস করে না, কারণ এব্যাপারে তাঁদের ইলম আছে।

আর এরা কখনো মাধ্যমের দ্বারা অভিভূত হয় আবার কখনো কখনো তাঁরা এর জন্য কষ্ট সহ্য করে। এর কৃতজ্ঞতায় স্থির থাকে। এদের অবস্থা ভালো তবে ওরা তাঁদের থেকে নিম্নে। আর যদি তারা আত্মমুগ্ধতার উপকরণের উপর নির্ভর করে তবে তারা ধ্বংস হবে। তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে সতর্ক করেন ফলে সে তাঁর নিকট তাওবা করে। আর আত্মমুগ্ধতা অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। তা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আবেদের জন্য বিপদময়। এটা অহংকারের অন্তর্ভূক্ত আর অহংকার ইবলিসের ব্যাধি যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

(وطريقه في نفي العُجب أن يذكر نفسه أنه لم يُحصِّل ما معه بحوله وقوته؛ وإنما هو فضل من الله تعالى أودعه فيه فلا ينبغي أن يفتخر بما لم يصنعه، وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا فلا يُعترض عليها، ولا يكره ما أراده الله تعالى ولم يكرهه، وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن بالرياء يُذهب ما معه في الآخرة، وتذهب بركته في الدنيا، ويستحق الذم، فلا يبقى معه في التحقيق شيء يُرائي به عافانا الله من سخطه، ووفقنا لمرضاته.)

“আত্মমুগ্ধতা দূরিভূত করার পদ্ধতি হল- তার নফসকে এ বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে এসব তার প্রচেষ্টা ও শক্তিতে অর্জিত হয়নি বরং ইহা আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে তার প্রতি অনুগ্রহ যা তিনি তার নিকট আমানত রেখেছেন। তাই তার জন্য এমন বিষয়ে গর্ব করা উচিৎ নয় যা সে করেনি।

আর হিংসা দূর করা পদ্ধতি হল- এ বিষয়ে জ্ঞান রাখা যে এর মাঝে এই মর্যাদা ও গুণ প্রদানে আল্লাহ তা’আলার হিকমত শামিল রয়েছে। ফলে যে বিষয়ে আল্লাহ তা’আলা ইচ্ছা করেছেন এবং তিনি অপছন্দ করেননি সে বিষয়ে আপত্তি করা ও অপছন্দ করা ঠিক হবে না।

এবং রিয়াকে দূর করার পদ্ধতি হল- এ বিষয় জ্ঞান রাখা যে রিয়া আখেরাতের পাপ্য নষ্ট করে দেয়। এবং পৃথিবীতে এর বরকতকে নষ্ট করে দেয়, এবং তিরষ্কারে সম্মুখিন হতে হয়। ফলে বাস্তবে তার মাঝে এমন কোন

কিছু অবশিষ্ট থাকে না যার দ্বারা সে রিয়া করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাঁর রাগ থেকে মাফ করুক এবং তাঁর সন্তুষ্টির তাওফিক দান করুক"।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

)اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضاة الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو الذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن. فالذي منّ عليه بذلك هو الذي منّ عليه بالقول والفعل،فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منّة ربه وتوفيقه وإعانته. فإذا غاب من تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوى، فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل، فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنّة والتوفيق. وتارة يتم له ولكن لا يكون له ثمرة، وإن أثمر أثمر ثمرة ضعيفة غير محصلة للمقصود. وتارة يكون ضرره عليه أعظم من انتفاعه، ويتولد له منه مفاسد شتّى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنّة ورؤية نفسه وأن القول والفعل به.

ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها. فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس،فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منّته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به. ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به فيتوب إليه منه ويستغفره، ويستحيي أن يطلب عليه أجرا. وإذا لم يشهده ذلك وغيّبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه منّته وفضله وتوفيقه، معتذرا منه إليه، مستحييا منه إذ لم

يوفه حقه. والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه ناظرا فيه إلى نفسه، يمنّ به على ربه راضيا بعمله، فهذا لون وذاك لون آخر.)

"যখন বান্দা কথা-কাজ শুরু করে। এভাবে যে এর দ্বারা সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি তালাশ করে, তাতে তাঁর অনুগ্রহ, তাওফিক ও এ বিষয় অনুধাবন করে যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিজের ক্ষমতা বলে, জ্ঞানের জোরে, গবেষণার ফলশ্রুতি কিংবা চেষ্টা-শক্তিতে অর্জিত নয় বরং তা ওই সত্ত্বার পক্ষ থেকে, যিনি তাকে বাকশক্তি, হৃদয়, চক্ষু ও কর্ণ দিয়েছেন। যেই সত্ত্বা তাকে এতো সব দান করলেন। তিনিই তাকে বলা ও করার তাওফিক দিয়েছেন। যখন এসব তাঁর দৃষ্টি ও অনুধাবনের অগোচরে না থাকে, তখন তার নিকট ওই আত্মমুগ্ধতা থাকবেনা, যার মূল হল নিজের কর্ম দেখা এবং আপন রবের অনুগ্রহ, তাওফিক ও সাহায্যকে ভুলে যাওয়া। আর যখন এসব উপলব্ধি তার থেকে হারিয়ে যায়, নফস দৃঢ় হয় এবং আপন ক্ষমতার দাবী করতে থাকে, তবে সে আত্মমুগ্ধতায় লিপ্ত হয় এবং তার কথা-কাজ বিনষ্ট হয়ে যায়। কখন কখন তার মাঝে ও পূর্ণতার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এবং তাকে নিশেঃষ করে দেয়। এটা তার প্রতি রহমত স্বরুপ হয় যার ফলে সে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও তাওফিকের মুশাহাদা থেকে বঞ্চিত হয় না। আর কখনো কখনো তা তার জন্য পূর্ণ হয় কিন্তু তার কোন ফলাফল প্রকাশ পায় না। আর যদি ফলাফল প্রকাশ পায়ও তা হয় দূর্বল, যার দ্বারা উদ্দিষ্ট

বস্তু অর্জিত হয় না। আর কখনো তার ক্ষতিটা উপকারের তুলনায় বড় হয়ে থাকে। এবং তাওফিক ও অনুগ্রহ স্বীকার না থাকা, আপন আমল দৃষ্টিগোচর না হওয়া ও কথা-কাজকে নিজের মনে করার ফলে তার থেকে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি সৃষ্টি হয়।

এখান থেকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আপন বান্দার কথা ও কাজকে সঠিক করে দিবেন এবং তার জন্য এর ফলাফলকে বড় করে দিবেন অথবা তা বিনষ্ট করে দিবেন এবং তাকে এর ফলাফল থেকে বঞ্চিত করবেন।

সুতরাং আত্মমুগ্ধতা ও আপন আমল দৃষ্টি গোচর হওয়ার অপেক্ষা আমলকে বিনষ্ট করার অধিক মাধ্যম আর নেই। তাই যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন তিনি তাকে প্রত্যেক কথা ও কাজে তাঁর অনুগ্রহ, তাওফিক ও সাহায্যের মাধ্যমে দয়া করেন ফলে সে আত্মমুগ্ধ হয় না। অতপর তাকে এতে আপন ঘাটতিগুলো এবং সে যে এই আমলসমূহ দ্বারা আপন রবকে সন্তুষ্ট করাতে পারবে না সে বিষয়টি অবলোকন করান ফলে সে তার নিকট তাওবা করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাঁর থেকে এর বিনিময় চাইতে লজ্জাবোধ করে।

আর যখন এসব তাকে অবলোকন না করান এবং তার থেকে ঢেকে রাখেন তখন সে আপন আমলের মাঝে নিজেকেই খুজে পায় এবং তাকে পূর্ণতা ও

সন্তুষ্টচিত্তেই দেখে। ফলে তার এই আমল গ্রহণযোগ্যতা, সন্তুষ্টি ও মুহাব্বাতের পর্যায়ে পৌছে না। সুতরাং আরেফ আপন আমলে আল্লাহ তা’আলার অনুগ্রহ, দয়া ও তাওফিককে দেখে তাঁর সন্তুষ্টের জন্যেই আমল করে। নিজের অপারগতা শিকার করে এবং তাঁর হক আদায় করতে না পারলে লজ্জিত হয়।

আর জাহেল আমল করে নিজের কর্মের প্রতি দৃষ্টি করে নিজের ও প্রবৃত্তির অংশ দাবীর জন্য। এর দ্বারা সে আল্লার প্রতি অনুগ্রহ দাবী ও আপন আমলের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। সুতরাং এটা এক ধরণের অনুভুতি আর ওটা অন্য ধরণের”।

পূর্বের আলোচনা দ্বারা আমাদের নিকট আত্মমুগ্ধতা ব্যাধির ভয়াবহতা এবং তার থেকে বেঁচে থাকা ও নিষ্কৃতির আবশ্যকতা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এটি একটি কঠিন ব্যাধি যা বান্দাকে শিরকে খফিতে (ছোট ও সুপ্ত শিরকে) লিপ্ত করে এবং তার আমলসমূহকে নষ্ট করে দেয়। বান্দার জন্য তার ভয়াবহতা ও আল্লাহ তা’আলা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ায় তার প্রভাব বর্ণনার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তিটিই যথেষ্ট যে তিনি বলেন:

" لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب "

شعب الإيمان:(6868) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد (هب) 7255 , صَحِيح الْجَامِع: 5303 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2921

العمل الصالح-**2060**

"তোমর গুনাহ না কর তবুও আমি তোমাদের জন্য এর চেয়ে অধিক যেই বিষয়টি ভয় করি তা হল: আত্মমুগ্ধতা! তা হল আত্মমুগ্ধতা!" (শুআবুল ঈমান, আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব)

আল্লাহ তা'আলার কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা কামনা করছি।

সর্বশেষে বলি শাইখ মাজদি আল-হিলালির এই উক্তি পাঠকদের জন্য উপকারি হবে

(حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا)

"তোমার মূর্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ কর এবং নিজ দৃষ্টিতে তুমি ছোট হয়ে যাও"।

এটি এ অধ্যায়ের একটি উপকারী উক্তি।

অনুবাদকের একটি কবিতা

বুদ্ধিমান মানব যে তারাই হবে

আপন ক্ষমতাকে যারা তুচ্ছ ভাবে

রবের করুণা যারা স্মরণ করে।

তাহার শুকরে জীবন গড়ে।

নেয়ামতের সাগরে আছ ডুবে

দেখেছ কি কখনো তাহা ভেবে

পাওনি ইহা ক্ষমতা বলে

মেধা আর কৌশল ফন্দি ছলে

যার করুনায় এসব পেলে

তাকেই কেন ভুলে গেলে

করুণার শুকর তুমি করবে যবে

তাওফিক, নেয়ামতঅধিক পাবে।

বুদ্ধিমান মানব যে তারাই হবে

আপন ক্ষমতাকে যারা তুচ্ছ ভাবে

রবের করুণা যারা স্মরণ করে।

তাহার শুকরে জীবন গড়ে।

কার দয়াতে গর্ভে এলে

আধার কুঠিরে খাদ্য পেলে

ছোট থেকে বড় তোমায় করিল

বাহুবল অর্থ মেধা দিলো

সৃষ্টির সেরা তুমি কিভাবে হলে

অনুপম অবয়ব কোথায় পেলে

ভুলে গেলে সব ভুলে গেলে

নফসের তাড়নায় পিছল খেলে

বিবেক দিয়ে যারা সদাই ভাবে

রবের করুণা দেখতে পাবে।

বুদ্ধিমান মানব যে তারাই হবে

আপন ক্ষমতাকে যারা তুচ্ছ ভাবে

রবের করুণা যারা স্মরণ করে।

তাহার শুকরে জীবন গড়ে।

স্বদম্ভে চল কেন গর্ব ভরে

ক্ষমতা, অর্থ মেধার জোরে

মুগ্ধ হয়ো না আমল করে

শুকর কর রবের তরে

পূণ্যে যদি তোমার জীবন গড়ে

রবের স্মরণে যেন অশ্রু ঝরে

নিজেকে যারা ছোট ভাবে

শ্রেষ্ঠ মানব যে তারাই হবে।

বুদ্ধিমান মানব যে তারাই হবে

আপন ক্ষমতাকে যারা তুচ্ছ ভাবে

রবের করুণা যারা স্মরণ করে।

তাহার শুকরে জীবন গড়ে।

আত্মমুগ্ধ হয়ে যারা দম্ভে চলে

বিনিময় যাবে তাদের রসাতলে

আমল করবে তবে কর রবের তরে

বিনিময় দিবেন তিনি আঁজলা ভরে

মাখলুক দিলে তোমায় কি বা দিবে

তাকে দেখিয়ে তুমি কি যে পাবে?

বুদ্ধিমান মানব যে তারাই হবে

আপন ক্ষমতাকে যারা তুচ্ছ ভাবে

রবের করুণা যারা স্মরণ করে।

তাহার শুকরে জীবন গড়ে।